গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৭জি-৭০০(ক-৩)/অংশ-১/০৪/৪২৪৪/৭ তারিখ: ১৪/০৮/২০২৩ খ্রি.

বিষয় : যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজের ০১ জন শিক্ষকের রীট পিটিশনের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপীল মামলার রায়ে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা না থাকায় প্রাপ্ত বকেয়া সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে।

বিষয়: (১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং: ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.৪৭৩; তারিখ: ২৫/০৯/২০১৭খ্রি.
(২) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.৬৫১৮; তারিখ: ০৩/১২/২০১৭
(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.০৩; তারিখ: ০২/০১/২০১৮ খ্রি.
(৪) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০০২.০০১.২০১৪(খন্ড-১),৩৫৩; তারিখ: ২৮/০৮/২০১৮ খ্রি.
(৫) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০.১৬২; তারিখ: ৩০/০৫/২০২০ খ্রি.
(৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৯৪.০৪.০০১.২০.১৬২, তারিখ: ৩০/০৬/২০২০ খ্রি.
(৭) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.১৭.৭১; তারিখ: ১০/০১/২০২১ খ্রি.
(৮) মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০. ০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.১২৮; তারিখ: ০১/০৬/২০২২
(৯) মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৯.২০১৯/১৮৫৬; তারিখ: ২৩/০৬/২০২২ খ্রি.
(১০) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৫.২০২০.৩৯৯; তারিখ: ১১/১২/২০২২ খ্রি.
(১১) মাউশি অধিদপ্তরের মার্চ/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সুপারিশ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১নং সূত্রোক্ত পত্র মোতাবেক ০৮(আট) রীট মামলার রায়ের প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কলেজের ডিগ্রি(পাস) স্তরের ১৭ (সতের) জন তৃতীয় শিক্ষককে বকেয়া বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানপূর্বক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিও কমিটির সুপারিশ মোতাবেক নিম্নোক্ত ছক অনুসারে ১৭ জন তৃতীয় শিক্ষকের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শিক্ষককেও বকেয়া প্রদান করা হয়েছে:

ক্রম	মামলা নম্বর	শিক্ষকের নাম, ইনডেক্স নং ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	মেয়াদ	বকেয়ার পরিমাণ
১.	৮১৩৭/২০০৭	মো: জিন্নাত আলী (ইনডেক্স-৩০৯৭৯০০), প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান)	ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর	১৪/১২/২০০২-৩১/০৮/২০১৮	২২৬৪১৫৪.০০
	মোট		**কথায়:** টাকা বাইশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত চুয়ান্ন মাত্র		২২৬৪১৫৪.০০

বিভিন্ন কলেজের স্নাতক(পাস) স্তরের জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা অনুসারে প্যাটার্ণ বহির্ভূত ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষক ভিন্ন ভিন্নভাবে মহামান্য আদালতে ২৪টি রিট মামলা দায়ের করেন এবং ২৪টি রিট মামলায় এবং উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল মামলায় একসাথে একই রায় হয়। উল্লিখিত ০৮টি রিট মামলা ঐ ২৪টি রিট মামলার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত।
মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৬.১৭.৭১;তারিখ: ১০/১/২০২১খ্রি. উপরোক্ত ১৭(সতের) জনের সাথে যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান) মো: জিন্নাত আলী (ইনডেক্স-৩০৯৭৯০০) কে যোগদানের তারিখ: ১৪/১২/২০০১খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত নন-এমপিওকালীন মোট ২২,৬৪,১৫৪/- (বাইশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত চুয়ান্ন মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়।
১৭/০৭/২০২১ তারিখের এমপিও কমিটির সুপারিশ মোতাবেক মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০২৮.২০২১/১৩৮৮; তারিখ: ১৫/০৯/২০২১ খ্রি. মোতাবেক নির্দেশনা কামনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০. ০৭৪.০০২.০০১.২০১৭.১২৮; তারিখ: ০১/০৬/২০২২ মোতাবেক পত্র ১৭ জন তৃতীয় শিক্ষককে প্রদত্ত বকেয়ার বিষয়ে মতামত প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৯.২০১৯/১৮৫৬; তারিখ: ২৩/০৬/২০২২ খ্রি. মোতাবেক পত্রে মতামত প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মতামত :

১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষক কর্তৃক দায়েরকৃত ২৪টি রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল মামলার রায়ে এম.পিও প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। রায়ে ২৪টি রিট মামলার পিটিশনারগণ এর এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে পূর্বে এমপিওভুক্ত ১০২ জন তৃতীয় শিক্ষক এর ন্যায় বিবেচনা করতে বলা হয়েছে যা আপিলের রায়েও উল্লেখ আছে। এছাড়া রিট মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিও প্রদান করা হলে শুধু পিটিশনার ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হতো। কিন্তু ০৪/০২/২০১০খ্রি. তারিখের পূর্বে যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত স্নাতক পাস পর্যায়ে তৃতীয় শিক্ষকদের এমপিও প্রদান করা হয়েছে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ৩৭.০০.০০০০. ০৭৪.০০২.০০১.২০১৪ (খ-১),৩৫৩; তারিখ ২৮/০৮/২০১৮খ্রি. পত্র মোতাবেক। বর্ণিত পত্রে মামলার কথা উল্লেখ নাই। মামলার কথা না থাকায় মন্ত্রণালয়ের পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক ০৪/০২/২০১০খ্রি. তারিখের পূর্বে যথাযথভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত স্নাতক পাস পর্যায়ে তৃতীয় শিক্ষকদের প্রায় ৫০০ জন তৃতীয় শিক্ষককে এমপিওভুক্ত করা হয়। এছাড়া ২৪টি রিট মামলার আপিলের রায়ে তৃতীয় শিক্ষকদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের কোনো নির্দেশনা নেই। নতুন এমপিও প্রদানের ক্ষেত্রে বকেয়া প্রদান করা হয় না। কেবলমাত্র মহামান্য আদালতের চূড়ান্ত রায়ে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশনা থাকলে বকেয়া প্রদান করা হয়। ২৪টি রিট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল মামলার রায়ে নির্দেশনা না থাকা সত্ত্বেও রিট পিটিশনার ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষকের মধ্যে ১৭ জন তৃতীয় শিক্ষককে বকেয়া হিসেবে প্রদত্ত এমপিও র টাকা ব্যাংক চালানের মাধ্যমে সরকারের কোষাগারে ফেরত প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান প্রয়োজন। ২৪টি রিট মামলার অন্যান্য পিটিশনারদের যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদান করার সুযোগ নেই। এ ধরনের ইনডেক্সবিহীন সময়ের শিক্ষকদের বকেয়া এম.পিও প্রদান করা হলে এম.পিও প্রক্রিয়ায় একটি বড় ধরনের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০৫.২০২০.৩৯৯; তারিখ: ১১/১২/২০২২খ্রি. মোতাবেক পত্রে "বেসকরারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০২১ এর ২০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, বাতিল ও ছাড়করণ" সংক্রান্ত গঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির ২৮/০৮/২০২২ তারিখের সভায় ১০ নং ক্রমিকের সুপারিশে ১৭ জন তৃতীয় শিক্ষকের প্রদত্ত বকেয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়-

"**শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপীল কমিটির সুপারিশ**: মাননীয় আপিল বিভাগের বর্ণিত রায়ের আদেশে বকেয়া প্রদানের নির্দেশনা না থাকায় বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদান যথাযথ হয়নি। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে সুপারিশ করা হলো।"

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপীল কমিটির উক্ত সুপারিশ মোতাবেক বিষয়টি মাউশি অধিদপ্তরের মার্চ/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হলে কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ করে:

মাউশি অধিদপ্তরের মার্চ/২০২৩ মাসের এমপিও কমিটির সুপারিশ: "২৪টি রিট মামলায় মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দায়েরকৃত আপিল মামলার রায়ে বকেয়ার বিষয় উল্লেখ না থাকায় ইতোপূর্বে প্রদত্ত ১৭(সতের) জন তৃতীয় শিক্ষক কর্তৃক গৃহীত বকেয়া এমপিও এর টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে। মামলার বাদী অপরাপর ৩য় শিক্ষকদের আপিল মামলার রায়ে বকেয়া প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় যোগদানের তারিখ থেকে বকেয়া প্রদানের সুযোগ নাই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

এমতাবস্থায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আপিল কমিটির সুপারিশ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০/০৩/২০২৩ খ্রি. তারিখের এমপিও কমিটির সুপারিশ মোতাবেক যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান) মো: জিন্নাত আলী (ইনডেক্স-৩০৯৭৯০০) কর্তৃক বিধিবর্হিভুতভাবে এবং রীট মামলার আপিল মামলার রায়ে বলা না থাকা সত্ত্বেও যোগদানের তারিখ: ১৪/১২/২০০২ খ্রি. থেকে ৩১/০৮/২০১৮ খ্রি. পর্যন্ত গৃহীত মোট ২২,৬৪,১৫৪/- (বাইশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত চুয়ান্ন মাত্র) টাকা কেন তাকে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদান করতে হবে না সে বিষয়ে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য (ক) প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান) জনাব মো: জিন্নাত আলী; (খ) কলেজ অধ্যক্ষ এবং (গ) মতামত প্রদানের জন্য গভর্নিংবডির সভাপতিকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

13.08.23

(তপন কুমার দাস)
সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), ফোন: ৯৫৫৬০৫৭
Email: ncollege@dshe.gov.bd

প্রাপক:

১. সভাপতি, গভর্নিংবডি, ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর
২. অধ্যক্ষ, ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর
৩. জনাব মো: জিন্নাত আলী, প্রভাষক (হিসাববিজ্ঞান), ফজিলাতুননেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা [**দৃষ্টি আকর্ষণ**: উপসচিব, বেসরকারি মাধ্যমিক-৩/ সহকারী সচিব, আইন-২ শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ]
২. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা (বিষয়টির বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের অনুরোধসহ)
৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (পত্রখানা ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৪. শিক্ষা অফিসার (আইন-১), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা (প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৫. জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর (প্রাপকের পত্র প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের অনুরোধসহ)
৬. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শার্শা, যশোর (প্রাপকের পত্র প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের অনুরোধসহ)
৭. সংরক্ষণ নথি।